যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৭৩৫

১/ বিবিধ

আরবী

غطوا حرمة عورته، فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى كاشف عورة

موضوع

رواه الحاكم في " المستدرك " (3 / 257) عن أحمد بن محمد بن ياسين: حدثنا محمد بن حبيب السماك حدثنا عبد الله بن زياد الثوباني ـ من ولد ثوبان ـ عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ليث مولى محمد بن عياض الزهري عن محمد بن عياض قال: " رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغري وعلي خرقة، وقد كشفت عن عورتي فقال: ... " فذكره "، وسكت عنه! ورده الذهبي في " تلخيصه " بقوله: " قلت: إسناده مظلم، ومتنه منكر ". وقال في " موضوعات من مستدرك الحاكم ": " قلت: إسناده ظلمات، وابن ياسين تالف، وابن لهيعة لا يحتمل هذا، ومحمد بن عياض لا يدرى من هو ". وقال في ترجمة ابن ياسين من " الميزان ": " قال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي إسحاق بن ياسين الهروي؟ فقال: شر من أبي بشر المروزي، وأكذبهما. وقال الإدريسي: كان يحفظ، سمعت أهل بلده يطعنون فيه، لا يرضونه ". وأجمل القول في إسناده الحافظ في " الإصابة "، فقال: " وفي السند مع ابن لهيعة غيره من الضعفاء

ومن عجائب الذهبي أنه مع طعنه في إسناد الحديث لما أورد محمد بن عياض في " التجريد "، قال: " ذكره الحاكم في " مستدركه " في (الصحابة) قال: رفعت إلى رسول

الله صلى الله عليه وسلم في صغري وأنا في خرقة ". كذا قال، ولم يزد! وهو من موضوعات " الجامع الصغير

বাংলা

১৭৩৫। তোমরা তার গুপ্তাঙ্গকে ঢেকে রাখ। কারণ ছোটদের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযাত করা বড়দের গুপ্তাঙ্গকে হেফাযাতের ন্যায়। আর আল্লাহ্ তায়ালা গুপ্তাঙ্গকে প্রকাশকারীর দিকে দৃষ্টি দিবেন না।

হাদীসটি বানোয়াট।

হাদীসটিকে হাকিম “আলমুসতাদরাক” গ্রন্থে (৩/২৫৭) আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসীন হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হাবীব সাম্মাক হতে, তিনি আব্দুল্লাহ যিয়াদ সাওবানী হতে, তিনি ইবনু লাহিয়্যাহ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ায যুহরীর দাস লাইস হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ায হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আমার ছোট অবস্থায় নেয়া হয়েছিল এমতাবস্থায় যে, আমার উপর একটি কাপড় ছিল। কিন্তু আমার গুপ্তাঙ্গ হতে সেটি খুলে যায়। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ...।

হাকিম কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার "তাখলীস" গ্রন্থে তার প্রতিবাদ করে বলেনঃ হাদিসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর এর ভাষা মুনকার। আর তিনি "মাওযুয়াতুম মিন মুসতাদরাকিল হাকিম" গ্রন্থে বলেনঃ হাদিসটির সনদ অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইবনু ইয়াসীন তালেফ (ধ্বংসপ্রাপ্ত), ইবনু লাহীয়াহ এরূপ নয়, আর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়ায কে তা জানা যায় না।

তিনি "আলমীযান" গ্রন্থে ইবনু ইয়াসীনের জীবনীতে বলেনঃ সিলমী বলেনঃ আমি দারাকুতনীকে আবু ইসহাক ইবনু ইয়াসীন হারাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেনঃ তিনি ইবনু বিশর মারওয়াযীর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং তাদের দু’জনের মধ্যে তিনিই বেশী বড় মিথ্যুক। ইদরীসী বলেনঃ তিনি হেফয করতেন। আমি তার দেশীয়দেরকে তাকে দোষারোপ করতে এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট না হতে শুনেছি।

এর সনদের ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার "আলইসাবাহ" গ্রন্থে যা বলেছেন তাই সর্বোত্তম কথাঃ সনদের মধ্যে ইবনু লাহীয়াহ ছাড়াও আরো দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আজব ব্যাপার এই যে, হাফিয যাহাবী হাদীসটির সনদের সমালোচনা করা সত্ত্বেও "আততাজরীদ" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযকে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেনঃ হাকিম তার “মুসতাদরাক” গ্রন্থে তাকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করে বলেছেনঃ ...।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72618

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন